কারখানা খোলা রাখার বিষয়ে বিজিএমইএ'র পরামর্শ

৩০ মার্চ ২০২১

বিষয়াবলী

পরিচালনার ধাপসমূহ

ঘনত্ব হ্রাস

প্রবেশ প্রটোকল

সামাজিক দূরত্ব

ছুটি নীতি

জীবানুমুক্তকরন চেম্বার

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গাইডলাইন

প্রশিক্ষন

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সন্দেহভাজন পাওয়া গেলে করনীয় বিষয়সমূহ

উত্তম চর্চা

কারখানা খোলার বিষয়ে নিম্নলিখিত এক অথবা একাধিক পদ্ধতি অনুসরনের পরমর্শ দেয়া যাচ্ছে:

- সেইসব কর্মীদের নিযুক্ত করবেন, যারা সংক্রামিত নয়।
- অসুস্থ্য বা সংক্রামিতদের কারখানায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখুন।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

কারখানা ভবনে/প্রাঙ্গনে ঘনত্ব হ্রাস

সম্ভব হলে কাজের শিফট করে দিন

নির্ধারিত সময়ের আগেই কারখানা খোলা ও দেরীতে বন্ধ করুন।

অপ্রয়োজন দর্শনার্থীদের কারখানায় প্রবেশে বিরত রাখুন

বায়োমেট্রক উপাস্থাত বন্ধ রাখুন অথবা বায়োমেট্রিক মেশিন প্রতিবার ব্যবহারের পর এ্যালকোহল দিয়ে পরিস্কার করার ব্যবস্থা নিন।

কারখানা ভবনে কাজের সময় অপ্রয়োজনীয় চলাচল সীমিত রাখুন

লোডিং ও আনলোডিং শ্রমিকদের অন্যান্য কর্মীদের থেকে আলাদা করে রাখুন

ডেলিভারি বাস/ট্রাক চালকদেরকে তাদের নিজ নিজ যানবাহনে অবস্থান করার পরামর্শ দিন

প্রবেশ প্রটোকল

প্রত্যেকেই **মাস্ক** পরিধান করবেন।

কারখানা ভবনের বাইরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখুন। কারখানা অভ্যন্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিকল্পনা করুন, যেন প্রত্যেক প্রবেশকারী হাত ধোয়ার স্থানে অন্তত ২০ সেকেন্ড সময় পেতে পারেন।

কর্মীদের **জুতায়** জীবানুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা রাখুন অথবা কর্মীরা কারখানা প্রাঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে তাদের জুতাগুলো যেন পলিব্যাগে রেখে একটি নির্দিস্ট স্থানে (সু স্টোরেজ) রেখে দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা নিন।

যারা কারখানায় প্রবেশ করবেন, তাদের দেহের তাপমাত্রা মেপে দেখার জন্য **থার্মোমিটার** গান রাখুন ও ব্যবহার করুন। কারও দেহের তাপমাত্রা ৩৭.২ ডিগ্রি সেঃ এর অধিক হলে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

কারখানায় প্রবেশের পর পরই **গাড়িগুলো** জীবানুমুক্ত করুন।

যেভাবে সম্ভব, কারখানাগুলো সামাজিক দূরত্ব রক্ষার ব্যবস্থাগুলো অবশ্যই নিশ্চিত করবে

চলাচলের দিক

কারখানার ভেতরে যেসব স্থানে অতিরিক্ত লোকজন চলাচল হয়, সেসব স্থানে চলাচল একমুখী করে দিন।

কর্মঘন্টা

বিভিন্ন বিভাগের কাজের জন্য কাজের সময় ভিন্ন করে দিন। যেমন: ক্লিনিং সেকশন সকাল ৬:৩০ ঘটিকায় কারখানায় প্রবেশ করতে পারে, কাটিং সেকশন কাজ শুরু করতে পারে ৭:৩০ ঘটিকায় ইত্যাদি।

দুপুরের খাবার শিফট

দুপুরের খাবার শিফট এমনভাবে করুন, যেন খাওয়ার সময় প্রত্যেকে একে অপরের কাছ থেকে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন।

সঙ্কেত চিহ্ন

৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনার জন্য পোষ্টার ব্যবহার করুন অথবা মেঝেতে ৬ ফুট দূরত্বের নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করুন।

পরিবহন

কর্মীদের জন্য কারখানা প্রদত্ত বাস/ যানবাহনগুলো অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, কর্মীরা zig-zag ভঙ্গীতে সিটে বসেছে এবং সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করছে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক এবং নিজেদের মধ্যে নিবিড় **যোগাযোগ চ্যানেল** প্রতিষ্ঠা করবেন

- পিএ সিস্টেম এর মাধ্যমে দিনে অন্তত ৪ বার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও **দিক নির্দেশনার** বিষয়ে ঘোষণাদান।
- শ্রমিকদের কাছে দ্রুত বার্তা প্রেরণ করতে ও তাদের কাছ থেকে **তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা** রাখুন।
- **নোটিশ বোর্ডগুলোতে** জরুরি ফোন নাম্বারসহ দৃশ্যমান ও স্পষ্ট বার্তাগুলো দিন।
- কারখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ভাইরাস এর বিস্তার এবং স্থানীয় সংবাদ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকবেন।
- এমন কোন বার্তা প্রচার করবেন না, যা কিনা আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয়।

ছুটি নীতি বিষয়ে নির্দেশনা

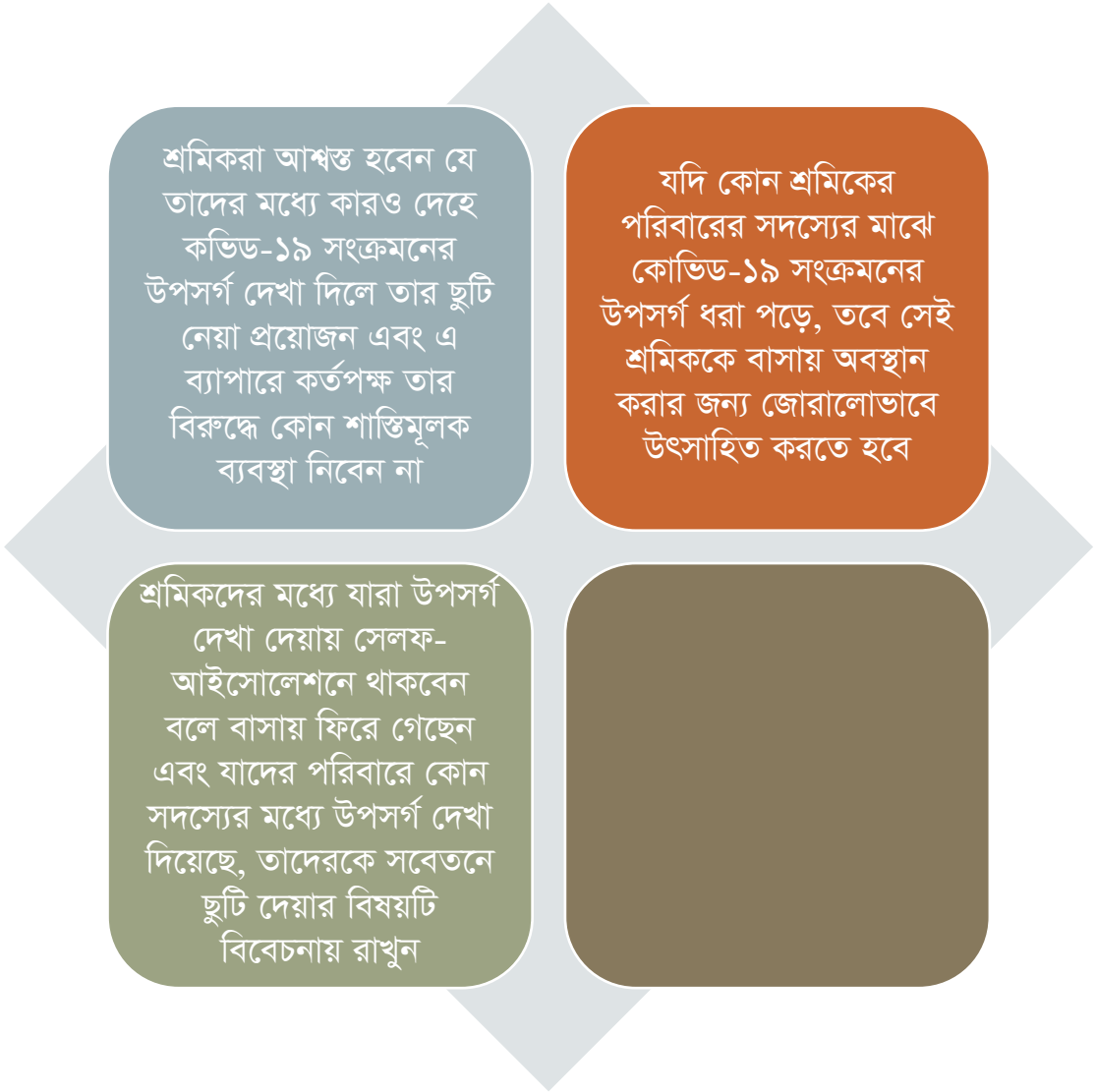

চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

- কারখানা এলাকার আশে পাশে/ নিকটবর্তী লোকেশনে অবস্থিত চিকিৎসা কেন্দ্র/ হাসপাতাল খুঁজে বের করুন এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

বিজিএমইএ সদস্য প্রতিষ্ঠানদেরকে **জীবানুমুক্তকরণ চেম্বারে (ডিসইনফেশন চেম্বার)** বিপদজনক রাসায়নিক দ্রব্যাদি (যেমন ব্লিচিং) ব্যবহারের টানেল ব্যবহার না করার জন্য জোর পরামর্শ দিচ্ছে। কারন এগুলো কোভিড-১৯ প্রতিরোধে যথেষ্ট কার্যকরী নয়। বরং এগুলো স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে এবং অল্প হলেও শ্রমিকদের সম্মানহানী করে থাকে।

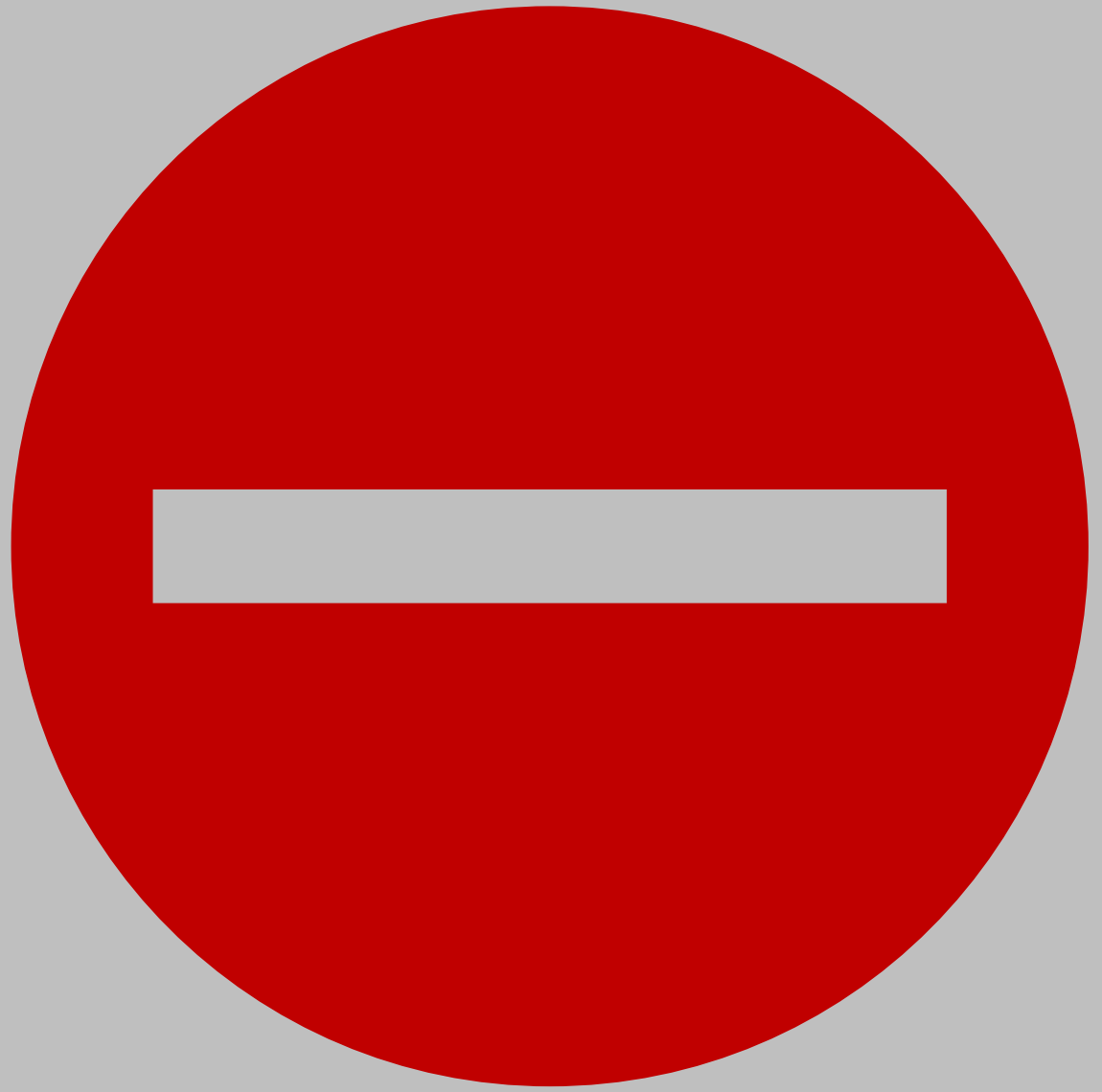

জীবানুমুক্তকরণ নির্দেশিকা

- বিজিএমইএ তার সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ দিচ্ছে।
  - কারখানার যে জায়গাগুলো সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করা হয়, যেমন **দরজার হাতল, হ্যান্ডরেইল, টয়লেট সিট** এগুলোর পৃষ্ঠদেশ সবসময় জীবানুমুক্ত রাখুন। ক্যান্টিন টেবিলের মতো সাধারন স্থান যেখানে ভাইরাস সহজেই বিস্তার করতে পারে – সেগুলোও নিয়মিত পরিস্কার ও জীবানুমূক্ত রাখুন।
  - দিনশেষে **মেশিনগুলো** জীবানুমূক্ত করুন।
  - প্রত্যেক শিফট এর পরপরই খাবার এলাকা জীবানুমূক্ত রাখুন।
  - টয়লেট প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরপরই জীবানুমূক্ত করুন।
- যারা জীবানুমুক্তকরণের কাজে নিয়োজিত থাকবেন, তারা সমগ্র শরীর ঢেকে রাখবেন, দস্তানা পরিধান করবেন।
- পিপিই যথাযথভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তা নিশ্চিত করবেন।
- পিপিই সরঞ্জামাদি সাবান, টয়লেট পেপার, জীবানুনাশক যথেষ্ট পরিমানে মজুদ রয়েছে, সেটিও নিশ্চিত করবেন।

প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়া হলো।

বিজিএমইএ পরামর্শ দিচ্ছে কারখানার অভ্যন্তরে যে কোন হিটিং, ভেনটিলেশন অথবা এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা ১০০% একজষ্ট মোডে চালানোর জন্য, যেন ভবনের ভেতরে একই বায়ু ঘুরে ঘুরে চলাচল না করে। চেষ্টা করুন, যেন ভবনের মধ্যে প্রাকৃতিক বায়ু যতখানি সম্ভব পাওয়া যায়।

বিজিএমইএ শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করছে

- মূল প্রশিক্ষক কারা হবেন, তা চিহ্নিতকরুন।
- প্রশিক্ষনের বিষয়সূচীএমনভাবে নির্বাচন করুন, যেন তা শুধুমাত্র নীচের বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ না থাকে
  - কোভিড-১৯ এর উপসর্গ।
  - সংক্রমন ছড়ানোর উপায়সমূহ।
  - যথাযথভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতি।
  - যদি আপনার মধ্যে সন্দেহ হয়আপনি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাহলে আপনি কি করবেন।

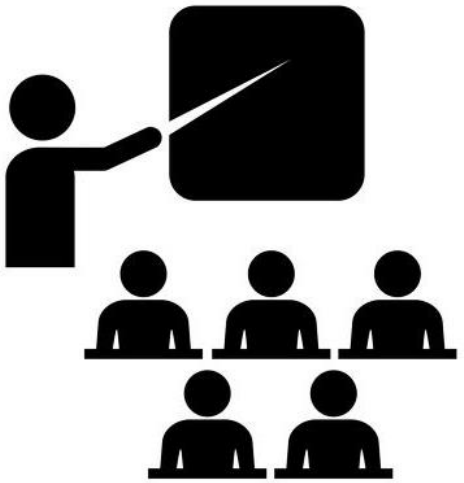

যদি কারখানার ভেতরে কারও মধ্যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ দেখা যায়

ষ্টাফ শ্রমিকের নাম, কার্ড নাম্বার, যোগাযোগ করার সচল নাম্বার এবং প্রদর্শিত লক্ষণসমূহ রেকর্ড করবেন

উপসর্গধারী ব্যক্তি কারখানা ভবন ত্যাগ করার সাথে সাথেই নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে

- সন্দেহভাজনদের কাজের স্থানগুলো জীবানুমূক্তকরণ।
- সন্দেহভাজনদের নিবিড় সাহচর্যে কারা এসেছিলেন, তা খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করে পর্যবেক্ষণ।
- যোগাযোগ রক্ষা করুন।

কারখানাগুলো অবশ্যই বুঝবে এবং কারও মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমনের উপসর্গ দেখা দিলে কি করতে হবে, সে ব্যাপারে শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে নির্দেশনা প্রদান করবে।

যদি আপনার মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে আপনাকে বাসায় ৭ দিন অবস্থান করে সেলফ আইসোলেশনে থাকতে হবে।

- যদি ৭ দিন পরও আপনার জ্বর খুব বেশি বেড়ে না যায়, তাহলে আপনার আর বাসায় থাকার প্রয়োজন নেই। সংক্রমণ চলে যাওয়ার পরও কফ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

যদি আপনি এমন কারও সাথে বসবাস করছেন, যার মধ্যে সংক্রমন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তাহলে আপনাকে উপসর্গ দেখা দেয়ার ১ম দিন থেকে ১৪ দিন বাসায় অবস্থান করতে হবে। কারন, উপসর্গ দেখা দেয়ার জন্য ১৪ দিন সময় লাগতে পারে।

- যদি বাসায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে উপসর্গ মিলে, তাহলে ১ম ব্যক্তির মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়ার দিন থেকে ১৪ দিন বাসায় অবস্থান করুন।

কারখানা প্রাঙ্গনে উত্তম চর্চা অনুশীলন

করণীয়

- যথাযথ প্রক্রিয়ায় ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
- মাস্ক পরিধান করুন এবং রুমাল সাথে রাখুন।
- যেখানেই সম্ভব, ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন।
- যখনই কাঁশি অথবা হাঁচি আসবে, তখনই টিস্যু অথবা বাহু (হাত নয়) ব্যবহার করে মুখ ও নাক ঢেকে রাখুন। ব্যবহারের পরপরই টিস্যুটি বিনে ফেলে দিন এবং পরবর্তীতে আপনার হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাত ব্যবহার না করে কনুই অথবা পা ব্যবহার করে দরজা খুলুন।

যা করা যাবে না

- যদি সদ্য আপনার হাত ধোয়া না হয়ে থাকে, তাহলে চোখ, নাক ও মুখে হাত দিবেন না।
- করমর্দন করবেন না অথবা অন্যদের ব্যবহার্য্য জিনিষ (যেমন মোবাইল ফোন) স্পর্শ করবেন না।
- কারখানার ভেততে বড় দল তৈরি করবেন না। ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ের সভাগুলোআবশ্যিকভাবে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠিত হবে।।
- যদি আপনি অথবা আপনার পরিবারের কোন সদস্যের মধ্যে কভিড-১৯ সংক্রমনের উপসর্গ (জ্বর এবং স্থায়ী শুকনা কাঁশি) দেখা যায়, তাহলে আপনি কাজে আসবেন না এবং উর্ধ্বতন কাউকে জানিয়ে রাখবেন।

উত্তম চর্চাসমূহ অনুশীলন করুন, যখন বাড়িতে অবস্থান করছেন

করণীয়

- জানালা দিয়ে বাতাস ভালোমতো চলাচল করছে, এমন একটি কক্ষে থাকুন।যদি নিজস্ব টয়লেট এর ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরপরই তা পরিষ্কার করুন।
- আলাদা তোয়ালে, খাওয়ার পাত্র, পানি পানের গ্লাস, বিছানা অথবা যে কোন কিছুই যা এতোদিন পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করেছেন, তা সকলের সাথে ব্যবহার না করে আলাদাভাবে ব্যবহার করুন।
- যদি ২ সপ্তাহ চলার মতো প্রয়োজনীয় মুদি পণ্য ও ওষুধপত্র না থাকে, তাহলে এগুলো কেনার জন্য বন্ধু, প্রতিবেশি অথবা পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। তাদের সাথে আলাপচারিতার সময় সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। অন্যদের সাথে যেকোন মিথষ্ক্রিয়ার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিন।

যা করা যাবে না

- একান্ত প্রয়োজন না হলে বাসা থেকে বের হবেন না।
- দর্শনার্থীদের বাসায় প্রবেশে অনুমতি দিবেন না।